বাংলার বাণী

তারিখ 25 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী–বেসরকারী বৈষম্য

'সরকারী' শব্দের বিপরীত শব্দ 'বেসরকারী' হলেও প্রকৃতপক্ষে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কেল, কলেজ, মাদ্রাসা কারিকুলাম (পাঠ্যক্রম), শিক্ষাদান, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাকদের যোগ্যতা–অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের মেধাক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য নেই। অথচ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, সুযোগ–সুবিধা, ছাত্রবেতন, শিক্ষাকদের বেতনভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারী–বেসরকারী পর্যায়ে রয়েছে এক পর্বত প্রমাণ পার্থক্য। বেসরকারী শিক্ষার্থীদের নামেমাত্র সরকারী বেতন স্কেলভুক্ত করা হলেও শুধুমাত্র মূল বেতনের ৭০% ভাগ দেয়া হচ্ছে যাতে বাড়িভাড়া, বাৎসরিক, ইনক্রিমেন্ট, বোনাস, টাইমস্কেল ইত্যাদি কিছুই নেই। তদুপরি নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত না করে দেয় সুযোগ–সুবিধাও নাকি সংকোচন করা হচ্ছে। এহেন গোটা দেশের ৯০% বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীও শিক্ষককূল হতাশাগ্রস্ত। একই দেশে একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বৈষম্য জাতির জন্য আত্মঘাতিমূলক।

তাই অতীতের ন্যায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও অন্যান্যের ন্যায্য দাবি ও অধিকারকে আর উপেক্ষা না করে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা ও অনুধাবন করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একটিমাত্র প্রাণের দাবি–অনতিবিলম্বে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ করার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের প্রতি আকূল আবেদন জানাচ্ছি।

নেপাল চন্দ্র নাথ
সিনিয়র শিক্ষক,
ছাগলনাইয়া পাইলট হাইস্কুল,
ছাগলনাইয়া, ফেনী।

97